"অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥"

যাহারা অহঙ্কারশূন্য তাহাদের কেশব দূরে নহেন, আর যাহারা অহঙ্কারী তাহাদের মধ্যে রাশি রাশি পর্ব্বত বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ তাহাদের শ্রীহরিলাভে বহু বিলম্ব। অতএব ৩।৯।৯ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মকৃত শ্রীনারায়ণ স্তব প্রসঙ্গে স্বাতন্ত্র্য অভিমানী সংসারের কথা শুনা যায়—হে ভগবন। যতদিন পর্য্যন্ত ঐন্দ্রিয়ক ভোগে যে মায়া নিজসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে, যে জন সেই নিজ দেহাদি ধর্ম্মকে শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক বলিয়া অভিমান করে অর্থাৎ নিজ স্বাধীনতা আছে বলিয়া মনে করে, তাহার সম্বন্ধে সংসার বৃথা হইলেও নিবৃত্ত হয় না। সে জন সংসার-নিবৃত্তির জন্য যাহা যাহা করে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার ফলে সে রাশি রাশি দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। 'কার্পণ্য'—কাতরতা—

"পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।"

হে নাথ! তোমার অধিক পরমকারুণিকও কেহ নাই, আবার আমা হইতে অধিক শোচ্যতমও কেহ নাই—ইত্যাদি প্রকার নিজ হৃদয়ের কাতরতার নাম 'কার্পণ্য'। 'গোপ্তৃত্বে বরণ'--রক্ষকরূপে শ্রীভগবানকে বরণ করা। নরসিংহপুরাণে—

"ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥"

যে জন বাক্যেও বলে—"হে দেব দেব জনার্দ্দন! আমি তোমার শরণ লইলাম"—এইপ্রকারে আমার শরণ গ্রহণ করে, তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি—ইত্যাদি প্রকার ভাবের নাম "গোপ্তৃত্বে বরণ"। এই 'গোপ্তৃত্বে বরণ' আবার কায়িক, বাচিক, মানস ভেদে তিনপ্রকার। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে যেমন উল্লেখ আছে—

"কর্ম্মনা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ"॥

যাঁহারা কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা শ্রীহরির স্মরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের প্রতি দণ্ডধারণে যমও সমর্থ নহেন এবং তাঁহারা মুক্তিলাভে অধিকারী। শরণাগতির লক্ষণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন—"তবাস্মীতি বদন বাচা তথৈব মনসা বিদন্। তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥"